দৈনিক সুখনীড় সমাচার

সত্য প্রকাশে আপোষহীন (কমিটির অনুমোদনক্রমে)

ঢাকা · সুখনীড় টাওয়ার বর্ষ ১ · সংখ্যা ১১ মূল্য: বিনামূল্যে, তবে সার্ভিস চার্জ বকেয়া

প্রধান সংবাদ

খাতা কেনার রসিদ ফাঁসের পর "নিরপেক্ষ" তদন্ত কমিটি, সদস্য কোষাধ্যক্ষ নিজেই

দারোয়ান, গেট প্রতিনিধি · শনিবার, ৩ অক্টোবর ২০২৬ · ২০:০০



ছবি: নিজস্ব সূত্র। খাতা কেনার রসিদ ফাঁসের পর "নিরপেক্ষ" তদন্ত কমিটি, সদস্য কোষাধ্যক্ষ নিজেই

উন্নয়ন তহবিলের অর্থে খাতা কেনার রসিদের ছবি ছড়িয়ে পড়ার পর চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন সুখনীড় ফ্ল্যাট ওনার্স কল্যাণ সমিতির সভাপতি আনোয়ার চৌধুরী (৬২)।

কমিটির সভাপতি তিনি নিজে। সদস্য সচিব ভবন ব্যবস্থাপক বাতেন (৪০)। সদস্য পঞ্চম তলার বাসিন্দা মকবুল হোসেন (৪৮), যাকে নিরপেক্ষতার কারণে রাখা হয়েছে। অপর সদস্য কোষাধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান (৫২), যার বিরুদ্ধেই অভিযোগ।

অভিযুক্তকে কমিটিতে রাখার কারণ জানতে চাইলে সভাপতি বলেন, এতে সময় বাঁচে, তাকে আলাদা করে ডাকতে হয় না।

কমিটিকে ছবিটি কে তুলেছেন ও কে ছড়িয়েছেন, তা খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তহবিলের অর্থ কোথায় গেছে, তা কমিটির কার্যপরিধির বাইরে।

প্রথম শুনানি সোমবার সভাপতির বসার ঘরে। আপ্যায়নের ব্যয় তহবিল থেকে বহন করা হবে।

প্রতিবেদন

স্ত্রী ঘরে থাকলে গোল খায় দেশ, পরের খেলায় বাপের বাড়ি পাঠানোর সিদ্ধান্ত

রহিমা বুয়া, প্রধান প্রতিবেদক · রবিবার, ৪ অক্টোবর ২০২৬ · ২০:০০



আসিয়ান কাপে ইন্দোনেশিয়ার কাছে বাংলাদেশের নয়-দুই গোলের হারের জন্য স্ত্রীর উপস্থিতিকে দায়ী করেছেন পঞ্চম তলার বাসিন্দা মকবুল হোসেন (৪৮)।

তিনি জানান, প্রথম গোলের সময় স্ত্রী রোকসানা (৪৩) চা নিয়ে ঘরে ঢোকেন। এরপর তাকে রান্নাঘরে পাঠানো হলেও আরও গোল হয়। রান্নাঘর থেকেও স্ত্রীর প্রভাব আসছিল বলে তিনি মনে করেন।

খেলার পর রাত দুইটায় তিনি দুই গোল নিয়ে জাতির গর্বের কথা লিখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দেন।

পরের খেলায় স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠানোর সিদ্ধান্ত জানালে স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে রাজি হন। তিনি এত দ্রুত রাজি হলেন কেন, তা স্বামী বুঝতে পারেননি।

প্রতিবেদন

শুনানিতে খাতার দাম তিনগুণ, নিজের টাকার কথায় কিনলেন না কোষাধ্যক্ষ

রহিমা বুয়া, প্রধান প্রতিবেদক · সোমবার, ৫ অক্টোবর ২০২৬ · ২০:০০



সুখনীড় টাওয়ারের তহবিল সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির প্রথম শুনানি সোমবার সভাপতির বসার ঘরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুনানিতে ভবনের নিরাপত্তাকর্মীকে (৩৮) তলব করা হয়। তাকে বসার জন্য চেয়ার দেওয়া হয়নি।

ছবিটি কে তুলেছেন জানতে ভবনের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করা হয়। সব ক্যামেরা মানুষের দিকে, একটি দেয়ালের দিকে তাক করা। ছবিটি ওই দেয়ালের সামনেই তোলা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

কোষাধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান (৫২) নিরাপত্তাকর্মীর নতুন খাতাটিও জমা দিতে বললে তিনি আগের চেয়ে তিনগুণ দাম চান। কোষাধ্যক্ষ মানিব্যাগে হাত দিলে সভাপতি জানান, এবার তহবিল থেকে নয়, নিজের পকেট থেকে দিতে হবে। এরপর কোষাধ্যক্ষ খাতাটি কেনেননি।

শুনানিতে কমিটির সদস্য মকবুল হোসেন (৪৮) কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি সিঙ্গারা খান।

শুনানির আপ্যায়ন ব্যয় তহবিলের খাতায় তোলা হয়েছে। নিরাপত্তাকর্মী জানান, তিনিও নিজের খাতায় একই কথা লিখেছেন।

প্রতিবেদন

বৃষ্টির পর আড়াই ঘণ্টার জ্যামে বন্ধু পেলেন, হারালেনও

দারোয়ান, গেট প্রতিনিধি · বুধবার, ৭ অক্টোবর ২০২৬ · ২০:০০



বৃষ্টির পর রাজধানীর সড়কে জলাবদ্ধতা ও যানজটে মোহাম্মদপুর থেকে ফার্মগেট যেতে আড়াই ঘণ্টা লেগেছে সুখনীড় টাওয়ারের ষষ্ঠ তলার বাসিন্দা শাহেদের (৩৪)।

যাত্রীরা ক্ষুব্ধ হলেও তিনি জানান, দীর্ঘ সময় কেউ তাকে কোনো কাজ করতে বলেনি এবং তিনি শান্তি পেয়েছেন।

যানজটের সময় পাশের বাসের জানালা থেকে এক যাত্রী তাকে বাদাম দেন। জবাবে তিনি দুই লাইনের একটি কবিতা শোনান। নাম জানার আগেই পাশের বাসটি সামনে এগিয়ে যায়।

অফিসে দেরির কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাস্তায় একজন বন্ধু হারিয়ে ফেলেছেন।

ফেরার পথেও যানজট ছিল। বাসটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রতিবেদন

তদন্ত রিপোর্ট: খাতা কেনা নিয়মমাফিক, দোষী ফরওয়ার্ডকারী প্রবীণ বাসিন্দা

দারোয়ান, গেট প্রতিনিধি · বৃহস্পতিবার, ৮ অক্টোবর ২০২৬ · ২০:০০



সুখনীড় ফ্ল্যাট ওনার্স কল্যাণ সমিতির তদন্ত কমিটি বৃহস্পতিবার রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্টটি লিখেছেন কমিটির সদস্য ও অভিযুক্ত কোষাধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান (৫২)।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, উন্নয়ন তহবিলের অর্থে খাতা কেনা নিয়মমাফিক হয়েছে, কারণ সিলসহ রসিদ রয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী আসল অপরাধ ছবি ছড়ানো, এবং এর জন্য দায়ী প্রবীণ বাসিন্দা আম্মা (৭৫)। শাস্তি হিসেবে তাকে ভবনের নতুন গ্রুপে যুক্ত করা হবে না। তিনি আগে থেকেই গ্রুপটিতে ছিলেন না।

কমিটির আপ্যায়ন ব্যয়ে তহবিলে ঘাটতি দেখা দেওয়ায় সার্ভিস চার্জ আবার বাড়ানো হবে।

রিপোর্টের শেষ পাতায় সমিতির সিল দেওয়া হয়েছে। রাতে রিপোর্টটি আম্মা ষাটজনকে পাঠান, সঙ্গে লেখেন: সরকারি রিপোর্ট, সবাই পড়েন। রিপোর্টটি তার কাছে কে পাঠিয়েছেন, জানা যায়নি।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

তদন্ত কমিটিতে অভিযুক্তও সদস্য, তাতে তদন্ত দ্রুত হবে: সভাপতি

শনিবার, ৩ অক্টোবর ২০২৬ · ১২:৩০

সমিতির তহবিল সংক্রান্ত তদন্ত কমিটিতে অভিযুক্ত কোষাধ্যক্ষকেও সদস্য করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তৃতীয় তলার বাসিন্দা তানিয়া (২২)।

সভাপতির বরাত দিয়ে তিনি জানান, অভিযুক্ত কমিটিতে থাকলে তদন্ত দ্রুত হয়, কারণ তিনি সব জানেন।

নয় গোল নয়, দুই গোল নিয়ে কথা বলার আহ্বান

রবিবার, ৪ অক্টোবর ২০২৬ · ১২:৩০

আসিয়ান কাপে ইন্দোনেশিয়ার কাছে বাংলাদেশের নয়-দুই গোলের হারের পর দুই গোলের কথাই বলা উচিত বলে মত দিয়েছেন চতুর্থ তলার বাসিন্দা করিম বক্সী (৫৫)।

যারা নয় গোল নিয়ে কথা বলেন, তাদের দেশপ্রেম কম বলে তিনি মন্তব্য করেন।

হারের পর রিমোট ভাঙা, নতুন রিমোট কেনা হলো বাজারের খামের টাকায়

সোমবার, ৫ অক্টোবর ২০২৬ · ১২:৩০

খেলায় হারের পর টেলিভিশনের রিমোট ছুড়ে ভেঙেছেন তার স্বামী, জানিয়েছেন পঞ্চম তলার বাসিন্দা রোকসানা (৪৩)।

নতুন রিমোট কেনা হয়েছে সংসারের বাজারের খামের টাকায়।

তদন্তে ডাক পাননি প্রবীণ বাসিন্দা, রিপোর্ট পেলে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি

মঙ্গলবার, ৬ অক্টোবর ২০২৬ · ১২:৩০

তহবিল সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি তাকে ডাকেনি বলে জানিয়েছেন ভবনের প্রবীণ বাসিন্দা আম্মা (৭৫)।

তিনি বলেন, তিনি শুধু পাঠিয়েছেন, বানাননি। তবে কমিটির রিপোর্ট পেলে তিনি তা পাঠাবেন।

কমিটির সদস্য বললেন, তিনি কোষাধ্যক্ষের পক্ষে নন, সত্যের পক্ষেও নন

বুধবার, ৭ অক্টোবর ২০২৬ · ১২:৩০

তদন্ত কমিটির সদস্য মকবুল হোসেন (৪৮) জানিয়েছেন, তাকে নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবে কমিটিতে রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন, তিনি কোষাধ্যক্ষের পক্ষে নন, সত্যের পক্ষেও নন।

ক্যামেরা অনেক, নিরাপত্তাকর্মীর একটিও নয়

বৃহস্পতিবার, ৮ অক্টোবর ২০২৬ · ১২:৩০

ছবিটি কে তুলেছেন, তদন্ত কমিটির এমন প্রশ্নে ভবনের নিরাপত্তাকর্মী (৩৮) জানান, ভবনে ক্যামেরা অনেক, তবে তার একটিও নয়।

ছবিটি তুলেছিলেন গৃহকর্মী, পাঠিয়েছিলেন প্রবীণ বাসিন্দাকে

শুক্রবার, ৯ অক্টোবর ২০২৬ · ১২:৩০

তহবিলের রসিদের ছবিটি তিনিই তুলেছিলেন বলে জানিয়েছেন ভবনের গৃহকর্মী রহিমা বেগম (৪৫)।

ছবিটি তিনি আম্মাকে পাঠান। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আম্মাকে পাঠালে আর কাউকে পাঠাতে হয় না।

সম্পাদকীয় ও অন্যান্য

সম্পাদকীয়

নিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে

একটা ছবি নিয়া ভবনে অনেক কথা হইতেছে। কথা হওয়া ভালো। তবে কথার চেয়ে তদন্ত ভালো, কারণ তদন্তে চা-নাস্তা থাকে।

সমিতি একটা নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করছে। কেউ কেউ জানতে চাইছেন কমিটিতে কারা। উত্তর সহজ: যারা বিষয়টা সবচেয়ে ভালো জানেন। বাইরের লোক দিয়া তদন্ত হয় না, বাইরের লোক ভেতরের কথা বোঝে না।

নিরপেক্ষতা মানে কারো পক্ষ না নেওয়া। আমাদের কমিটির একজন সদস্য এতটাই নিরপেক্ষ যে উনি কোনো কথাই বলেন না। এমন মানুষ দেশে কম।

তদন্তের ফলাফল যথাসময়ে জানানো হবে। ফলাফলের আগে কেউ গুজব ছড়াবেন না। গুজব ছড়ানো তদন্তের বিষয়।

আনোয়ার চৌধুরী
সম্পাদক ও প্রকাশক · সভাপতি, সুখনীড় ফ্ল্যাট ওনার্স কল্যাণ সমিতি

আবহাওয়া

বৃষ্টি হইতে পারে। হইলে রাস্তায় পানি, পানিতে জ্যাম, জ্যামে মানুষ। ভবনের লিফট বন্ধ, তাই ভবনের ভিতরে জ্যাম নাই।

সংশোধনী

গত সংখ্যায় "খাতার দাম বাড়ছে" লেখা হয়েছিল। সঠিক শব্দ "খাতার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে"। দাম আর মূল্যের পার্থক্য তদন্ত কমিটি দেখবে।

বিজ্ঞাপন ও টু-লেট

- নিরপেক্ষ লোক আবশ্যক, তদন্ত কমিটির জন্য। মুখ বন্ধ রাখার অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার পাবে। সিঙ্গারা দেওয়া হবে।
- লিফট মিস্ত্রি আবশ্যক। আগের জন দেখে চইলা গেছেন।
- ক্যামেরা লাগানো হয়, যেকোনো দিকে, দেয়ালের দিকেও।

সব সংখ্যা পড়ুন **sukhnirtower.com**

দৈনিক সুখনীড় সমাচার একটি ব্যঙ্গ রচনা। এটি কোনো বাস্তব সংবাদপত্র নয়। সব চরিত্র, প্রতিষ্ঠান ও ঘটনা কাল্পনিক।

ছবিগুলো কম্পিউটারে তৈরি, কোনো বাস্তব ব্যক্তির ছবি নয়।